MBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-55662000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://bd.usembassy.gov

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ব্রিফিংয়ে বার্মা পরিস্থিতির বিষয়ে বক্তব্য

রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের মিশন
নিউ ইয়র্ক সিটি
সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৭

যেভাবে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে

ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। ধন্যবাদ মহাসচিবকে বিফ্রিংয়ের জন্য।

চার সপ্তাহ ধরে সারা বিশ্ব বার্মা থেকে আসা যেসব ছবি দেখছে তা আমরা কখনোই দেখতে চাই না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আমরা এমন সব কর্মকাণ্ডের ছবি দেখছি যা কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না। আমরা দেখেছি ভীত-সন্ত্রস্ত নারী ও শিশুরা কেবল তাদের পরিধেয় বস্ত্র পরে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসছে। আমরা দেখেছি নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য নদী পার হতে গিয়ে মানুষের সলিল সমাধি হয়েছে। আমরা দেখছি নদীতে মরদেহ ভেসে বেড়াচ্ছে আর গ্রামগুলো জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আমরা শুনতে পেয়েছি নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে ধরে এনে বন্দী করা হচ্ছে, কাউকে কাউকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি তরুণ বয়সী মা বাবাকে নিথর মৃত শিশুপুত্রকে বুকে ধরে আদর করার করুণ দৃশ্য- রাখাইন রাজ্যের সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসার সময় যে জীবন হারিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিলারসন বার্মার স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি'র সাথে কথা বলেছেন। আমিও উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের সপ্তাহটিতে বার্মার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে বৈঠক করেছি। আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বার্মার সামরিক বাহিনীকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছি। আমরা সহিংসতা হ্রাসের আঞ্চলিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছি এবং মানবিক সহায়তার পথকে প্রশস্ত করার চেষ্টা করছি। তারপরও বার্মা থেকে ভীত-স্বন্ত্রস্ত, আহত লোকদের আসা অব্যাহত আছে, অন্যদিকে বার্মার সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অস্বীকার করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে এবং ভয়ে তারা তাদের বাড়িঘরে ফিরতে পারছে না। সুতরাং বার্মার নেতৃবৃন্দকে বাস্তব পরিস্থিতিকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

বার্মার সংকট বিবেচনার জন্য শেষবার যখন আমরা মিলিত হলাম, তখন নিরাপত্তা চৌকির ওপর ২৫শে আগস্টের হামলার আমি নিন্দা জানিয়েছিলাম। আমি আজ আবারও এ বিষয়ে নিন্দা জানাচ্ছি। আমি রাখাইন রাজ্যের অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর কথিত হামলারও নিন্দা জানাচ্ছি। তবে তারপর থেকে যে মাত্রাহীন নির্বিচার সহিংসতা চলছে তা এইসব হামলার ঘটনাকে খর্ব করে দিয়েছে।

বার্মার সরকারের কাজ দেখে যা মনে হবে তা বলতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়: জাতিভাবে সংখ্যালঘু একটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য নৃশংস, চলমান অভিযান। মুক্ত, গণতান্ত্রিক বার্মার জন্য যেসব জেষ্ঠ্য বর্মী নেতা এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের এতে লজ্জা পাওয়া উচিত। বার্মার সরকার দাবি করছে তারা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। যদি তা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাদের দাবিকে প্রমাণ করার জন্য তাদের উচিত গণমাধ্যম ও মানবিক সহায়তা কর্মীদের প্রবেশ করতে দেয়া। যদি সন্ত্রাসীরাই সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে শিশুদেরকে হত্যা আর পরিবারগুলোকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য করার মাধ্যমে বার্মাকে কিভাবে আরো নিরাপদ করা যাবে তা সেনাবাহিনীকে ব্যাখ্যা করতে বলুন।

এসব হামলাকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য যে আহবান জানানো হয়েছিল বার্মার সরকার তা অগ্রাহ্য করেছে। এর পরিবর্তে যা ঘটেছে তা হল নৃশংস হত্যাকাণ্ড যা বার্মার ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নেবে না; বরং একে আরো দূরে ঠেলে দেবে। সরকারের পদক্ষেপ বার্মার নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং এর ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে।

সরকারের দায়িত্ব রয়েছে আইনের শাসন বজায় রাখার এবং আইন হাতে তুলে নিয়ে যেসব নাগরিক অন্যদের ওপর হামলা চালায় সেসব প্রতিরোধ করার। হামলার শিকার যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই হোক না কেন এ দায়িত্ব সরকারকে পালন করতে হবে। ইতিমধ্যেই গুরুতর একটি পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে মোড় নেয় যখন বার্মার ভেতরের সরকারি সামরিক চ্যানেলগুলো

থেকে উস্কানি দেয়া হয়। সবচেয়ে খারাপ হল তাদের এই ভাষা বার্মার জনগণের মধ্যে এই নোংরা মতবাদকে উৎসাহিত করে। ইতিহাসে আমরা দেখেছি এ ধরনের মতবাদকে বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে দিলে কি ঘটতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদে সুন্দর অর্থের কূটনৈতিক শব্দ প্রয়োগের সময় এখন আর নাই। আমাদেরকে অবশ্যই এখন বার্মার নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বিবেচনা করতে হবে যারা নির্যাতন চালাচ্ছে আর তাদের নাগরিকদের মধ্যে ঘৃণার বাষ্প ছড়াচ্ছে। এ সংকট নিরসনের জন্য যে পদক্ষেপ প্রয়োজন তা খুবই স্পষ্ট।

প্রথম, বার্মার সামরিক বাহিনীকে অবশ্যই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে তাদেরকে অনতিবিলম্বে অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে এবং তাদের অপরাধমূলক কাজের জন্য বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। এবং যেসব দেশ বার্মার সামরিক বাহিনীকে বর্তমানে অস্ত্র সরবরাহ করছে তারা যথেষ্ট জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত রাখবে।

দ্বিতীয়ত, বার্মার কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জাতিসংঘ এবং অন্যান্য ত্রাণ সংস্থাগুলোকে দ্রুত, নিরাপদে এবং বিনা বাধায় অনতিবিলম্বে প্রবেশ করতে দিতে হবে। ত্রাণ বিতরণের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাথে কাজ করার জন্য সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। তবে সরকার রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অন্যান্য ত্রাণ সংস্থাকে কার্যকর প্রবেশাধিকার প্রদান করছে না। যদি বার্মার সরকার আন্তরিকভাবেই চায় যে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তারা বাড়ি ফিরে আসুক, তাহলে তারা কেন চাইবে না যে তাদের কাছে খাদ্য ও চিকিৎসা পৌঁছাক? ক্ষতিগ্রস্ত সব সম্প্রদায়কে সাহায্য পেতে সহায়তা করতে পারে এমন সব সহযোগীদের সাথে সরকারকে কাজ করতে হবে। অন্যথায় যাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কাছে তা পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবার যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ, যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের সকলেই যাতে তাদের প্রকৃত বসতবাটিতে ফিরে আসতে পারে সেজন্য বার্মার সরকারকে বাস্তুহারাদের স্বাগত জানাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। স্টেট কাউন্সিলর সু চি তার স্টেট অব ইউনিয়নের বক্তৃতায় যারা সহিংসতার ভয়ে পালিয়ে গেছে তাদেরকে পরিস্থিতি নিরাপদ হলে স্বেচ্ছায় তাদের ঘরবাড়িতে ফিরে আসতে দেয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার করেছেন তা দেখে আমরা খুশি হয়েছি। সরকার এই অঙ্গীকার রক্ষা করে কি না সে ব্যাপারে আমরা নজর রাখব। আমরা বার্মার কর্মকর্তাদেরকে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি যার বিষয়ে উভয় সরকার একমত হবে এবং যে ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমর্থন থাকবে।

ইতিমধ্যে, বার্মার শরণার্থীদেরকে গ্রহণ করে তাদেরকে আশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশ সরকারের উদারতা দেখেছি। বার্মায় ও বাংলাদেশে জরুরি ত্রাণ সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার নয় কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদান করছে। কিন্তু সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে আরো মানুষ পালিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকায়, বর্ষাকালে ঝড়বৃষ্টি চলতে থাকায় এবং বাংলাদেশে যেহেতু ইতিমধ্যেই প্রচুর মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে সেহেতু এ সহায়তা যথেষ্ট হবে না।

এ সংঘাত এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ার বাস্তব ঝুঁকি রয়েছে। আরো বড় ধরনের সহিংসতাকে এড়াতে অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হবে।

এই সহিংসতার সবচেয়ে হতাশাজনক দিকটি হল এর উদ্ভবকে আমাদের কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত। রাখাইন রাজ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বহুকাল ধরেই শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে। তবে তারা চরম সহিসংতাও প্রত্যক্ষ করেছে। আর এসব দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যে রোহিঙ্গারা বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং বার্মার নাগরিক হিসেবে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বক্তব্যের পরিসমাপ্তিতে আমি সরাসরি বার্মার জনগণের সাথে কথা বলতে চাই। আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের হৃদয়ে যে সাধুতা আর ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যাশা রয়েছে আমি তার কাছে আবেদন জানাতে চাই। আপনাদের মধ্যে বহুজন একটি ভালো দেশের জন্য এত ত্যাগ করেছেন। আমরা জানি আপনারা বার্মা থেকে আসা এ ছবিগুলো দেখে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ যে তা দেখছে তা দেখে অসুস্থবোধ করছেন। কিন্তু একটি মুক্ত, গণতান্ত্রিক বার্মা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করা এখনো সম্ভব। এ লক্ষ্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। কখনও এর আশা ত্যাগ করবেন না। এবং এর আশা ত্যাগ করেছে এমন নেতৃবৃন্দের ব্যাপারেও সন্তুষ্ট থাকবেন না। বার্মার প্রতিটি নারী পুরুষ এবং শিশু ঈশ্বরের সৃষ্টি যাদের সমান নৈতিক অবস্থান রয়েছে। এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন তাহলে যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আপনি দেখেছেন, যে ভবিষ্যৎ আপনার প্রাপ্য সেই ভবিষ্যতকে আপনি পাবেন।

ধন্যবাদ